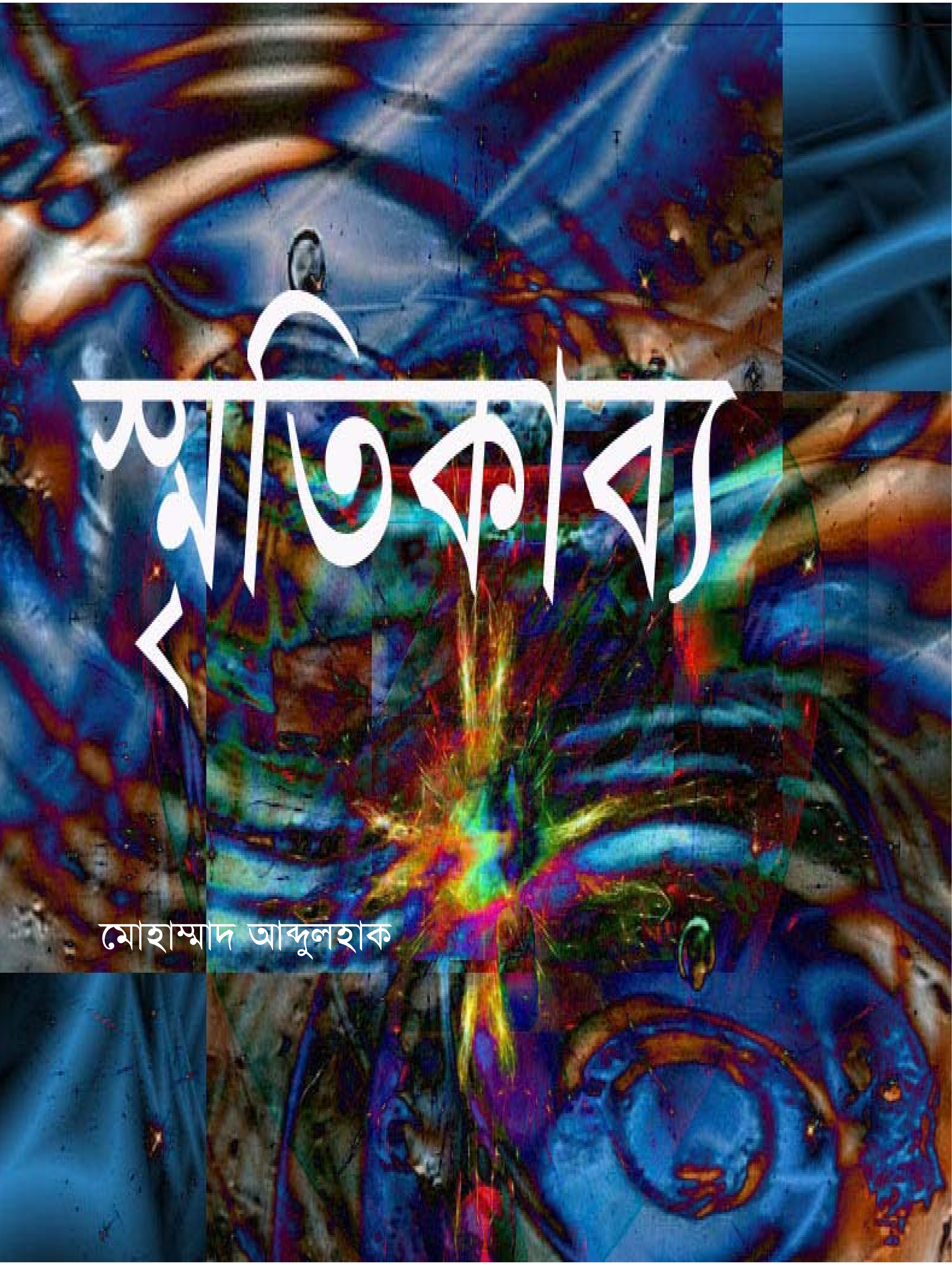

স্মৃতিকাব্য

মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

প্রকাশক বেগম জাছমিন হাক
প্রচ্ছদ মোহাম্মাদ আব্দুলহাক
প্রকাশ কাল
সোমবার, 07 সেপ্টেম্বর 2009
স্বত্ব মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

www.kabbokanon.com
kobiabdul@hotmail.co.uk

1 Briggs House
Chambord Street
London E2 7LN
UK

কাব্যকানন প্রকাশনা ™

১

"একলসেঁড়ে"
কেন এসেছিলে তুমি আমার দোয়ারে?
রিক্ত হাতে, বসন সিক্ত ছিল নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরছিল অঝোরধারে।
অসংশয়চিত্তে বসা ছিলাম আমি দেখেছিলাম বিমনা ছিলে তুমি,
কেন এসেছিলে জানতে পারিনি বলে ব্যথার সুর বাজে হৃদয়কন্দরে।
উদাস নয়নে তাকিয়েছিলে, কাতর সেই চাহনিতে মিনতি ছিল,
আকুলতা তোমার মর্মব্যথা বুঝতে পারিনি আমি ছিলাম একলসেঁড়ে।

২

"বঁধুয়া"
আমার পাশে বসে মনের কথা বলগো বঁধুয়া,
শুনব আমি বোঝব ব্যথা জমা যত তোমার অন্তরায়,
বল আমায় বলগো বঁধুয়া।
নন্দি গীতি গাইবে কোকিলা এজাহার বয়েত বলবে মুনিয়া
তা শুনে জানি কাঁদবে তুমি বিরহ ব্যথার কথা বলিয়া
আমার বুকে বুক রাখিয়া।
এও জানি ডেকে মোরে মরমিয়া আঁধার গৃহ করিবারে উজালা
শিরোজ আঁচলে আমার চরণ যুগল বাঁধবে মাথার দিব্যি দিয়া।
জৈষ্টের দুপুরে অলস গায়ে ক্লান্ত মনে ফিরলে গৃহে কর্ম শেষে,
আরামে শোইবারে শীতল পাঠি দেবে বিছায়িয়া।

৩

"অনুরাগী"
রুদের ঝলক অম্লান হয়, হাসি তোমার রূপের কিরণে,
ও সজনী, মন কান্দে তোমার লাগিগো আমি বিবাগী।
মহানিশার নিশা কাটলে জেল্লার আগুন জ্বলে উপবনে,
চৌপাশে লীলাময়ী চাই তোমায় না পেলে হব বৈরগী।
প্রেম খেলায় জিততে চাই বাসররাতে কড়িখেলার দানে,
ঘুমহীন নয়নে তুমি শুধু তুমি নিশাচর আমি অনুরাগী।

৪

"সন্ধ্যা সাঁজে"
সন্ধ্যা সাঁজে হৃদয় মাঝে ব্যথার ক্রন্দন সুর বাজে,
এজহার সুর শুনে মন বিমনা হতে চেয়েছিল,
কিন্তু হায় বধূয়ার অঙ্গভঙ্গি হেরে প্রেমে মজেছি সন্ধ্যা সাজে।
কুটমিতার জন্য বধু যায় বাপেরবাড়ি আমি হই বিরহী,
তারে দেখার জন্য রওনা হই,
গলায় ফকিরামালা হাতে দুতারা,
সূর্য ডুবে রাত হয় হয়,
কম্বলসম্বল আমার কাঁধে ঝুলি,
আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে আপন মনে ভাবে বধূ,
মন্দ লোক হয়তো প্রতারক।
অবাক আমার চাহনি দেখে,
পল্লি গায়েরে অবলা বধূ মরমে মরে লাজে।
চাতকি ওর চাহনি, হাতের কাকন ঝঙ্কে মন বসেনা কাজে,
চঞ্চল চলার ভঙ্গি দেখে পুলক জাগে আমার বুকের মাঝে,
সন্ধ্যা সাঁজে।

৫

"কেগো ছিলে"
কেগো ছিলে তুমি মোর স্মৃতি সরণীতে?
ক্ষণ সতত, পলে পলে ডাকতে কাছে,
সূচী ভেদে স্বপনচারিতে।
হে, কেগো ছিলে তুমি মানসী,
আমার অজান্তে প্রেমো সাঁজ ক্ষণে
নয়ন জলে আশা ধূপে দীপ জ্বালাতে সন্ধ্যাবাতির ছলে,
আমাকে পবার আশার আশাতে।
হে অচেনা কালিনী, কে ছিলে তুমি?
মর্মে জ্বালা বোঝ লইতে ডারিতে,
দিশা হারায়ে প্রেমের পথে পদচারে এসেছিলে আমার জীবনেতে,
কেগো ছিলে তুমি মোর স্মৃতি সরণীতে?

৬

"তোমারই স্মরণে"

মন চায় মন্দির গড়ে মোর জীবন গৃহ ভুবনে
তোমায় প্রতিমা রূপে,
বসিয়ে রাখি হৃদয় মাঝারে, দেবির আসনে।
কিন্তু পারিনা আমি,
এ জগৎ বেঁধে রাখে আমায় পাষাণ বাঁধনে,
লোহার ভেড়ি পরিয়েছে আমর যুগল চরণে।
এহেনে তবুও অন্তরনে বন্ধি রহে,
এলিজে কাঁদি আমি তোমারই স্মরণে।

৭

"তব সাথে"

স্মরণ স্মরণীতে তব সাথে কথা বলতে
হৃদয় উড়ে যায় ব্যথা জড়িত অতীতে, তব সাথে।
মন কথা বলে, এজহার গাথা রচে,
বসে ব্যথার রথে, তব সাথে।
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন ভাসে নেত্রে,
তাপিত মৌণ্য ক্ষণ হরষ বাহারের সততে,
ক্ষুণ্ণ হতাম দুজনে প্রেমানন্দ মিলনের শিহরনে,
হারাতাম দুজন দুজনাতে, তব সাথে।

৮

"পাসরিব কেমনে"

আমার স্বরূপে তোমার এই মনোহর রূপ,
দোহা রচিতে গীত রচনার দীপ রজনে।
সখী হে তব অপরূপ মম পাসরিব কেমনে?
ওগো আমার প্রমের প্রতিমা,
তোমার মনোহর রূপ,
মোর এজাহার আরতির ধূপ স্মৃতি চারণে,
সখি হে তব রূপ আমি পাসরিব কেমনে?
তোমার রূপে প্রভু আমার সবি,
আমি ছায়া কায়া, স্পন্দন তুমি আমার প্রাণে।
সখী হে তব রূপ আমি পাসরিব কেমনে?

৯

"তিলাঞ্জলি"

আমি জানতাম সেই দেখা শেষ দেখা ছিল।
আমি জানতাম সেই দিনের বিদায়.
শেষ বিদায় জনমের জন্য তিলাঞ্জলি ছিল।
সে দিন ফিরে না আসবে কভু সে পল,
তবু ও জেনে বুঝে মেনে মনে,
আমি বলেছিলাম দেখা হবে,
কিন্তু হায় হলনা দেখা আর,
সেই দেখা সে দিনের বিদায়,
শেষ বিদায় আমাদের জন্য তিলাঞ্জলি হল।

১০

"আদরিণী পিয়ারি"

তিলোত্তমা তুমি হে দয়িতা আমার,
শোকের গাথা, আদরিণী পিয়ারি,
যদিও হারিয়েছো তুমি চিরতরে,
তবুও নেত্র লোতকে রচিব তব নাম,
মোর হৃদয় গগনে রাখিব এঁকে,
জীবন খাতার শুভ্র পৃষ্টবক্ষে।
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শোকের দোহা রচিব,
বিরহের ধুন বাজাব ভাঙ্গা তানকুড়ার তারে তারে
হৃদয়বীণায় ঝংকার তুলব বিরহ লিরিকে।
চোখের শিষে জ্বালাব দীপ তমালয়ে,
বাঁশির সুরে নীলাম্বর কাঁপাব ধ্যানে,
চমকিত নয়না, থমকিত পরির ডানা কেড়ে;
জড়ায়ে গায়ে উড়ব দিবশ নিশী,
ব্যথার সুরে শোক গীত গেয়ে,
বেদনার সূঁচি ঢাকা অন্তরীক্ষে।

১১

"বলিতে পারিনি"

তিলাঞ্জলি বলতে যেয়ে অশ্রুতে দিয়ে ডারি পূর্ণ হস্তাঞ্জলি,
জানালাম হৃদিতির চিত্ত মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি।
গেয়ে এক আনমনে এজহার বিচ্ছেদের গীত,
সম বিরহনলের অঞ্জলি।
তবুও নয়নে রেখে নয়ন বলিতে পারিনি তিলাঞ্জলি।

১২

"মিলন হে বধূ তোমাতে"

মিলন হে বধূ তোমাতে যত বিরহ শোক আমাতে,
সুখের দিবশ তোমার হাসিতে,
অশ্রুবন্যা আখিতে আমার প্রতি সততে,
বিচ্ছেদের আঙধার নেমেছে স্বপ্নের রজনিতে,
মোর স্মৃতির বাসর তোমার স্মরণ ধ্যানেতে।
বিস্মৃতি, বিচ্ছেদের দহ যন্ত্রনা, চাঁপাকান্না;
হুঁতাশার কালো ছায়া আমার শয়ন মন্দির ঢাকা তমতে।

আনন্দ পুলক সব তোমার জীবনেতে।
হরষ সমরসের ছায়া আমার জন্য নেই ধরাতে,
স্বর্গ সুখের বিনোদনে মিলন হে বধূ তোমাতে,
যত বিরহ শোক আমাতে।

১৩

"ধ্যানে শ্রী"

ধ্যানে মম পেয়েছি যে শ্রী,
এ মোর শত শ্রমের, পরম ধন জানি।
পূর্ণ যৌবনের আরাধনা,
জীবনের বাসনা যত,
সবই উৎসর্গে পেয়েছি এ রতন,
হাজারো সাধনা ভজনা প্রান্তে,
প্রেমের পূজা দিয়ে বিরহে পুষ্পাঞ্জলি,
অন্তে প্রতিভা সওগাতের ডারি পেয়েছি,
ধ্যানে মোর এসেছে শ্রী।

১৪

"মোর ধ্যানেশ্রী"

যে ছিল মোর ধ্যানেশ্রী
সে এক অবলা কালিনী
হৃদয়ে আরশি ওর নয়নে ভরা হৃদীনি।
নয়নে প্রেমবাণ হাতে বরনডালি,
আপনার তরে ব্যথার ঝুলি।
পূঁজারিনী সে বিরহিণী,
ধন্য সে মহান প্রেমোরাধিনী।
মরুদ্যানের পাপিয়া সম মিলনাশে পিপাসিনী,
সে মোর ধ্যানেশ্রী।

১৫

"প্রেমের স্মৃতি"

প্রেমকে আমি শ্রদ্ধা করি,
কারণ, প্রেম থেকে আমার এই জীবনের অনুগতী।
প্রেমিক আমি প্রেমেরই কারণে রেখে যাব,
নব প্রজম্মের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র আমার প্রেমের স্মৃতি।

১৬

"সমান্তরাল"

সে কোথায় মম জানিনা?
মানি শুধু অন্তরের পাশে বিরাজমান,
কিন্তু পয়না হেরিতে তারে নয়না।
সে কি তবে সম দিবাকাশের চন্দ্রিমা?
এই উদ্ভাবনার ভেদ পন্থা মম জানিনা।
কেমনে ঠাহরি তারে পুষ্প'ল্লবে হেটে পর্ণমোচনে,
তল্লাশ করিব যেয়ে কোনখানে,
ঠিকানা যে তার মম জানিনা।
হা হুতাশে দিন কাটে রজনি,
অচেতন হয়েছে মন সহে যন্ত্রনা।
কেমনে আছি বেঁচে না মরে,
মর্ম ব্যথার বারতা সেত নিলনা,
বাতাসে শুনেও আমার এজহার গাথা
পর্ণমোচনের পাতা ফুলে সাজা বাসরে সেত আজও এলনা,
শুধু জানি, স্মৃতিচারে অন্তিকেও সমান্তরাল দুজনা।
জেনে তা স্মরণে ভাব জগতে মিলতে চাই আমি
কিন্তু সে কোথায় মম জানিনা।

১৭

"পলাশে"

প্রেম হারিয়ে প্রেমিক কাঁদে,
প্রেম হাসে অম্লান হাসি আকাশে।
বিচ্ছেদ বিরহের যন্ত্রণায় গুমরে সখি, শশী হসে।
প্রিয় বিরহের কান্নায় ঝরা সখির নয়ন জল,
টল মল বক্ষ পলাশে।

১৮
“ভুলের পালা ভুলা”
যাক যা হবার হয়েছে,
গিয়েছে ভেসে যবে তরী,
অভিমানের হালও যাক ভেসে,
মন দাড়ী যখন মান ভুলেছে।
আকাশে বুঝি তাই মেঘ রানী কালো আঁচল গুটিয়েছে,
শুভ লগ্ন এসেছে দেখে বসন্ত বুঝি ফিরেছে?
অতীত বর্তমানের ছায়াড়ালে গাঁ যখন ঢেকেছে,
পল্লবের বিপ্লবে হরষি পল্লিবির শাখা প্রাণবন্তে বসন্তি,
মধু মাধবির রাগে সোহিনী বায়ে বিলাছে,
এত যবে নৈর্সগে তবে ভুলের পালা ভুলা,
যাক না যা হবার হয়েছে।

১৯
“জাছমিনে সুবাস রয়েছে”
আলকুশিতে কাঁটা আছে বলেইতো জাছমিনে সুবাস রয়েছে,
কলি ফুটে বলে বাগে অলি মধুপায়ি ফিরে আসে বারে বারে,
কাঁটাতে আঘাত পেয়েও,
দেখো চেয়ে কোয়েল বায়ে ডানা মেলেছে।
পথিক যেমন পথ হারিয়ে সাগর সৈকত বালোচরে,
ঘর বাঁধে স্বপ্ন আঁকে আশার কাঁচে।
চাতক পাপিয়া তেমন চয় মাসান্তে তৃষ্ণায় নেমে এসে মরিচিকায়,
কালে কালে প্রাণ হারিয়েছে।

২০
“বলনা বিদায়”
বিদায় হে বন্ধু বলনা বিদায়.
পথের দেখা পথের শেষে অন্ত হয়েছে সহযাত্রা,
পথের রেখো এসেছে ফুরায়।
পথের সাথী হে বিরহী,
দেখ নতুন পথ ডাকে তোমায়।
পথিক হে আস ফিরে গন্তব্য পথের রেখায়,
অভিসারের বন্ধু তোমার হাত বারিয়ে ডাকে আয়।
এই অচেনা পথের বাঁকে একেলা রেখে আমায়,
যেওনা বন্ধু সঙ্গ ছেড়ে এই অবেলায়,
বন্ধু হে বলনা বিদায়।

২১
“আর কত”
আমারন পুষ্প'ল্লবে মিত্রতা রেখে,
পর্ণমোচনে রুদিব আর কত?
নয়ন জল নিঃশেষ হয়েছে,
অন্তর ঝিম ধরেছে জীর্ণ হেরে বৃক্ষ শত।
মর্মে বোঝে আলত উপলব্ধি করতে চাইছি
বসে বন গহিন নির্জন নিরালাতে,
এজহার গেয়ে ব্যথা কাতর চিতে,
মালীর মন জীবনে দুঃখ হুতাশন যত।
সাথী হীন, প্রেম এবং প্রতিমা অন্তিকে,
বাঁচিব কত সতত এহেনে
আমরন পুষ্প'পল্লবে মিত্রতা রেখে,
রুদিব মম আর কত?

২২
“আমি প্রেমের পূজাঁরী”
রাগে বিগ্রহ আমার অনুরাগের অভিষারক আমি,
বিরহে সেজেছি যোগী দুয়ারি,
আমি প্রেমের পূঁজারী।
না জেনে আমি আটকপালি ভাবে মজে আবেগে,
লীলাদ্যান সাজাতে চেয়ে মৃন্ময় আলয়,
রসলীলাতে মশগুল হয়েছিলাম দিশারি।
তাই সমান্তরালে তন দু মন অন্তিকে,
আরাধন সাধনাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি,
প্রতিমা নামে পিয়ারি,
আমি প্রেমের পূজাঁরী।

২৩
“জপলীলা”
প্রেম, হে প্রেম ভালোবাস আমায় তুমি ঘৃণা করনা,
উদাস আমি বুকে আমার নিদারুণ জ্বালা,
আমার প্রিয়ার জন্যে অধীর হয়েছি,
আমি হব প্রাণহীন মাটি যেমন আকুল হয়ে মাগে পালা।
প্রেমহীন জীবন, স্বপ্নহীন নয়ন;
আত্মা কালাপানিতে ডুবে আছে আনন্দসলিল চাই হতে উজালা,
সাথীহীন পথিকের মত দিশাহারা,
আমি সুখেরবাসরের খুঁজে পথে নেমেছি,
পথ চিনিনা দিশা দাও মাওলা।
প্রেমহীন জীবন মরুভূমি,

গন্তব্য অনেক দূর জানি মরীচিকা প্রতি বাঁকে সমরস চাই বালা,
নৈরাশ মন, রংহীন স্বপ্ন নির্জন রজনী যন্ত্রণাদায়ক জানি,
তারা কাঁদে আমার দুঃখে শশিকলা।
প্রেম প্রেমময়ীর মাঝে আছে প্রেমে বেদনা,
প্রেম মাত্র এক অনুভূতি জানি নারী হল সজলা,
আলো পানি বাতাসে আছে প্রেম জীবন দান করে প্রাণবন্ত,
অর্থ জানলে প্রেম হয় জপলীলা।

২৪

"যায়না ভুলা"

ভুলতে চাইলেও ভালোবাসার জনকে যায়না ভুলা,
স্বপনে মুখচ্ছবি ভাসে নয়ন আরশিতে,
হয়ে আসে স্বপ্নচারিতা বালা।
তার স্মৃতি আছে ধরে,
শত সালের প্রান্তেও মন মোর তার প্রেমে আপনভুলা।
হৃদয় আজো একাক্ষণে তারে পেতে পাশে,
দুঃখের কথা যত বলতে চায় খুলে ভাষার জানালা।
পাইনা খোঁজে তারে,
তাই বলি আপন মনে,
ভুলতে চাইলেও ভলোবাসার জনকে কভু যায়না ভুলা।

২৫

"কেঁদে মরে"

এসেছ ফিরে জানি,
তুমি মোর সামনে আছ দাঁড়িয়ে,
তবুও পরশি'তে ভয় জাগে অন্তরে।
বলে কিছু লোকে যদি কলঙ্ক রটে ধরে?
এই ভয়ে হৃদয় মোর আজ,
এত পাশে পেয়েও তোমায়
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় কেঁদে মরে।

২৬

"তোমাতেই বিনোদন"

যৌবনোদয়ে দেহ উচ্ছল হয়েছে শান্ত নয়নে উদাসিপনা
বিছানা শূন্য লাগে শিতের রাতে ঘুম আসেনা তনুমন যাচে নিধুবন।
লীলাময়ী জানি তুমি জগম্ময়ী তোমার সুতন করে নয়ন বিমোহন,
সাথীহীন আমি তোমার কাথা ভাবি সদা দিবাস্বপ্ন ভালো লাগে নির্জন।
একেলা ভালো লাগেনা আর সাথী চাই মুখরিত করতে রজন,
সজনী, তোমাতে রস, তোমাতে সমরস, তোমাতেই বিনোদন।

২৭

"ডাকো যদি আমারে"

হে ধ্যানেশ্রী জীবনে যবে আপন হলেনা,
মরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবে কি তুমি,
পাষানে ঢাকা আমার মৌণ্য সমাধিপরে?
তৃন আড়ে কবর অথলে,
মাটি সাথে মিশে একাকার,
দেহ আমার চেহারা একবার দেখার তরে,
মন তোমার যদি ব্যকুল হয়ে আকুলন করে মধ্যরাতে,
তবে, আধারে বসে আকাশ পানে তাকালে;
একাক্ষণের ধেয়ানে দেখতে পাবে আমাকে চন্দ্রধারে।
মনে যদি পড়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসে সমাধিপরে,
হয়তো সে পলে নির্বচন রবে তুমি স্মৃতিচারে,
চিতে পরশ আমার খোঁজিবে চুপিসারে।
প্রত্যাশ আশা পুঁষে, পাশে পাবার আশে;
সন্ধ্যা সাঁজে একবার যদি ডাকো আমাকে,
তবে ওগো মানসী মোর প্রেমো যোগিনী,
কালিনী হতে দেবনা তোমারে,
তব ঘুমঘোরে বারে বারে সাড়া দেব আমি,
মগ্ন তোমার স্বপ্নচারে বিরাজ করবো এসে হৃদয়কন্দরে।
স্মরণে ডাকো যদি আমারে।

২৮

"ভাসাব পঞ্চনদে"

মনে আশা আমার তনে তাপন, সজনী আস বাহুতে উজ্জল হবে নিধুবন।
রুপজেল্লা চৌপাশে রঙ্গের লীলাখেলা দেখে ইচ্ছা জাগে মনে করি কামকলা,
মদলসা অঙ্গে তোমার যৌবনমদ পান করব তনে তন মিলিয়ে মনে মন।
সুতন তোমার উত্তমাঙ্গ দেখলে, বিবাগী মন উদ্দিপনা করে তন উদ্দামতা,
কুমারিকা তুমি প্রিয়দর্শিনী প্রিয়তমাকে বাহুতে পেলে বন হবে উপবন।
কামজ্বর তনে, মনে ইচ্ছা সুখের পিপাসা মিটাই আনন্দপ্রভবে ভাসাব পঞ্চনদে,
ভালোবাসি তোমাকে বরন করলে পরমানন্দে নন্দিত করব নীলকমলে রমন।

২৯

"আঁখিজলে"

তিলাঞ্জলি বলেছিনু প্রিয়াকে যে দিন,
শেষ দেখা দেখেছিনু মম নয়ন বেয়ে উষ্ণ জল ঝরিনু।
হৃদয় কেঁদেছিল, তবুও শত সাধে, প্রেমো কাজলে লেখে
ভালোবাসার নামে বেআবেগে জলাঞ্জলি আঁখিজলে দিয়েছিনু,

আশার সপ্তরাঙ্গা হরষের পখিকে,
খাঁচা থেকে চির মুক্ত করে দিতে,
মম শত কষ্টে দোয়ার উন্মুক্ত করেছিনু।

৩০
"মম রচিনু যে গান"
শত তাপে মম রচিনু যে গান সে ছন্দ রাগে,
আমার জীবন ব্যথা বিদ্যমান।
যা খোঁজেনা কেহ বুঝেনা,
তাই বুকে দহে অনল অর্নিবান।
এ দাহা হুঁতাশনের বোঝ ডালি,
যা শুধু আমার তরে প্রভু দান।
যার ছলে আমার মনেই তার গোপন তান,
শত তাপে মম রচিনু যে গান।

৩১
"শোকি হব আমি"
তোমাকে ভালোবেসে বৈরাগী হব আমি,
পথে পথে ঘুরব ফকিরা-মালা গলায় পরে,
তোমাকে বরন করার জন্যে অনুরাগী হব আমি,
পুষ্পবাসর সাজাব সুখেরবাসরে।
তোমাকে পাবার আশে আত্মদমন করব আমি
আত্মলীন হয়ে মিশব তিমিরাধারে,
তোমাকে সুখি করার জন্যে শোকি হব আমি,
সব পেয়েছির দেশে যাব দেশান্তরে।

৩২
"সখি কেন এলেনা"
শয়নো মন্দিরে আমার স্মরণো বাসরে,
সখি কেন এলেনা তুমি স্বপনোচারিতে?
পান্থ নিহারে তব তরে প্রতিক্ষা করে,
অতিষ্ট হয়েছে নয়ন আমার নীন্দ নবমীতে।
উদাস মনে, বাতায়নে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে;
নিহারেছি গুনগুন করে গুনে,
ঝলা আকাশে তারা যত রাতে।
অলশ নয়নে ঘুম এলে শত হতাশায় জেগে প্রভাতে,
আরশিতে চেয়ে দেখি কালিমা জমেছে আখিপাতে।
দুরাশা দূরিতে নয়ন সাধ, কামতেষ্টা মিটাবারে;
সখি কেন এলেনা তুমি,
বিরহের রজনে আমার স্বপনোচারিতে?

৩৩
"নয় কোন পাখি"
প্রেম আকাশের তারা নয়,নয় কোন পাখি।
মরুবিরানে পবন খেলে, কেকা ডাকে আড়ে,
তারে রাতে দেখেনা শিখী।
বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছুঁয়া পাই পবন না দেখি,
তেমনি, প্রেম দেখা যায়না দিয়ে যুগল আখি।
মরীচিকা সম কিছু নয়,
প্রেম শুধু দু হৃদয়ের মাঝারে
সাধা'শার মাখা মাখি।
প্রেম আকাশের তারা নয় নয় কোন পাখি।

৩৪
"ভুলতে চাই"
ভ্রমের ছলে ভুলতে চাই মম অতীতকে,
ফেলে আসা দিন যত স্মৃতি যত যতনে।
দুঃস্বপ্নের মত ভুলতে চাই অবলা প্রেয়সি কালিনীরে,
স্মরণে রাখতে চাইনা আজ আর মনে।
যেমন করে চাঁদকে ভুলে যায় পৃথিবী
অমাবস্যার আঁধারে ঢাকা ক্ষণে
ডুব দেয় চাঁদ কালো মেঘের আড়ালে,
তারা দল অম্লান হয় গগনে।

৩৫
"সজনী"
জানি কভু আর ফিরবেনা সজনী আস পাশে মনে হুতাশা।
গৃহ শূণ্য বাহু, জীবনে সুখ নেই সংসারে শূণ্যতা চৌপাশে,
ফিরাতে পারবনা জগতকে বিদায় বলতে চাই ভালোবসি,
সজনী আস পাশে মনে হুতাশা।
বুকে উচাটন মনে ব্যথা স্বপ্নহীন নয়নে জল, জ্বলছে অনল,
সুখ চাই কোথাও শান্তি নাই, শোক হাতচানি দেয় হতাশা,
সজনী আস পাশে মনে হুতাশা।
বিবাগী মন উদাসি হয়েছে সজল নয়নে নবরং রঙ্গহীন লাগে,
মধুমাসে অলী ফিরেনি মালী হাসেনা কলি, বিরহনল বাগে,
সজনী আস পাশে মনে হুতাশা।

৩৬
"স্বপ্নচারিতা"
মধুরও নিশিতে আলোকিত ধরা হল,

স্বপ্ন আমার স্বপ্নচারিত হলো একে একে সবি এল,
সখি কেন এলেনা তুমি কেন এলেনা?
হে মোর স্বপ্নচারিতা।
শয়নো বাসরে স্বপনের দীগন্তে পরশ পুলকের হরষে
শয়ন মন্দির আমার রোমবিকারক হলনা,
তুমি যে এলেনা, হে মোর স্বপ্নচারিতা।
মলয় হিল্লোলে দখিনার হিন্দোলে,
প্রলয় জ্বলিল আমার সাধের নিকুঞ্জে,
মধুমাগম আসিল ভয়ে পুষ্পসুবাস সমীরে উড়েনা,
বাজেনা হৃদয়বীণায়, প্রণয় শাহানা বাজিয়ে তুমি যে এলেনা,
হে আমার স্বপ্নচারিতা।

৩৭

"যৌবনোদয়ে"

জেল্লামযী জেল্লা তোমার বাকভঙ্গি আগুন জ্বালিয়েছে আমার তনে,
সজনী, সজল করব তোমায় আমি কামানলে পোড়িয়ে নিধুবনে।
অপরূপরা রূপ হেরে উদাস হয়েছিলাম যৌবনোদয়ে উপবনে,
মনোসাধ মিটিয়ে পিরিতি করব তোমার সাথে অদূরে নির্জনে।
যৌবনমদে মাতাল হয়ে কামকলায় উত্তেজিত করবে কুঞ্জবনে,
মনানন্দে ডুবব আমি আজ কামিনীর কামসাগরে ঝাপ দেব গমনে।

৩৮

"স্বাধিনতা দাও"

পিঞ্জর মুক্ত পাখি যদি ফিরে এসে খাঁচায় কুলা সাঁজায় আশে,
তারে স্বাধিনতা দাও বিশ্বাসে।
ভরসা হারালে ফিরে কভু আর আসবেনা উল্লাসে।
পরাধিনতার ভীতিতে সদা সচেতন থাকবে চিতে,
ভরসা করবেনা কারুরে তাই নিশ্চয়তা দাও,
নতুবা চলে যাবে,
বিজন বাদারে সাজাবে সঞ্জ-কুলা সুখবিলাশে।

৩৯

"হারালাম দুকুল"

কি করি কি না করি
এই ভাবনাতে ভেবে মম হই আকুল।
সবইতো আপনামার কাছে সমান,
এহেন সংকট আমার জন্য হয়েছে মহা দায়,
পর করি কারে আপন কাহারে,
এ ভাবনায় ব্যথাতুর হৃদয় কেঁদে হয় ব্যকুল।
যে স্বপ্ন দেখি নয়নে ভীতাপ্লনা হয় রজনে,
হৃদয় কাঁপে ভয়ে জল ঝরে নয়নে অনুকুল।
সবাইকে আপনার করতে চেয়ে
বিরানে কুঞ্জ সাজতে যেয়ে আজ আমি হারালাম দুকুল।

৪০

'একেলা আমি আপনহারা"

কি রয়েছে আমার তরে জগতে আজ আমি সর্বহারা।
চির আপন মন আমার পর হয়েছে দিশেহারা,
হেরে তা হাসে চঁন্দ্রতারা।
বাতাসে ফুস্প সুবাস পায় সবাই,
আমার জন্য সন্তাপ বারতা বহে আনে দখিনা,
প্রভুর বিচ্ছেদ, ধর্মে উদসতা; প্রিয়জনের বিরহ,
এ সবই আমার জন্য শোক বারতা,
দেহে কায়কল্প মোর মনে ভয় প্রেম চির কালেই আরাধনা,
উদাস পথিক আজ আমি এক চিনা পথে পথহারা।
জীবন ধরায় অর্থহীন, অপূর্ণ স্বপ্ন বিরান সংসার;
সাধ কামনায় দিয়েছি জলাঞ্জলি গন্তব্য বহু দূর,
প্রভু হে, অন্তরাল তব বিরহে;
জগতে আজ বড়ই একেলা আমি আপনহারা।

৪১

"আজ জানিলাম"

তোমার হৃদয় ভূবন থেকে আজ আমি প্রেমে হেরে
অনেক দূরে যাবা'রে অপারগ হয়ে পথে নামিলাম,
জীবন সারা হুতাশনে জ্বলে পোড়ে কি আমি পায়িলাম?
প্রেম তপস্যা, ইবাদত নয়;
ছন্দে রাগিনী লহরী বিরাজমান দোয়া প্রার্থনা নয়,
প্রেম কামনার লক্ষ্য কিন্তু বিরহ নিরুদ্দেশ করে,
বিচ্ছেদ জীবনে স্বাগতম জানায় ব্যর্থতাকে,
অবশেষে সর্বহারা হয়ে আমি তা আজ জানিলাম।

৪২

"মিলন মোহনা"

জীবন আমার এক শূণ্য বালুকাবেলা সম মরিচিকা,
দাবানল চৌপাশে সবুজের রেখা নেই কোথাও ছায়া,
বিজলির আচ নব শিখা জ্বালায় যেতা বরষন ঝরেনা।
বসন্ত বার বার আসে এবং যায় ফিরে,
নব কলিকায় মালা গেঁথে হাতেই রয়ে গেল মোর,

নিজে না পরিলাম প্রিয়া তা বরন করিলনা।
বিরহের তরীতে বিচ্ছেদের ঢেউয়ে দিশা হারালাম,
হৃদয় ভেঙ্গে চূর্ণ হল নয়ন খোঁজে পেলনা শত ঠাহরে,
ভালোবাসার প্রান্তে সংসার সাগরের মিলন মোহনা।

৪৩
"আশা চাওয়া"
হৃদয়ে শত আশা চাওয়া,
স্বপ্ন কত চোখে সাজানো হরষের চিত্রালী ছিল।
ধরাতল এ এক চক্রবাক মায়াময় মরিচীকা,
জল নেই হেতায় শুধু মিথ্যা প্রত্যাশায় বুকে অনল জ্বালিল।
মনোসাধ মনে স্বপ্ন নয়নেই সীমাবদ্ধ রহিল,
অবুঝ মন ব্যথার দহনে শুধু পোড়ে অলাত হল।

৪৪
"আমাদের মাঝে"
আমিতো ভুলিনি তোমায়,
কভু চাইনিও ভুলিতে জীবনের অন্ত সাঁজে।
তবে, চলে গেল তুমি কেন দূরে,
বাঁধা হয়ে রিষ্টি সবাই দাঁড়ালো আমাদের মাঝে?

৪৫
"অনীহার ঝঞ্ঝা"
জীবনের ব্যথা যন্ত্রনা কভু কি মুখের পানে তাকিয়ে বুঝা যায়?
হৃদয়ের আশা নয়নের স্বপ্ন প্রভু ব্যতিত কেউই না বুঝে হায়।
মনের আগুন দাবানল হয় তাপ সন্তাপে,
চোখের স্বপ্ন নোনা জলে ভেসে চলে অনীহার গায়।
মোখের পানে তাকিয়ে মনের কষ্ট বুঝা কি যায়
না, না; না!!!
বুঝা যায়না বিরহীর হৃদয়কন্দরের জমা যন্ত্রনা এ মহা দায়,
একা আমি তাই প্রিয়ার সমান্তরাল কাঁদায় আমায়।
রূপের প্রেম সর্বহারা করে, মধুর প্রেম হয় মিলনে;
প্রেমোজন বিচ্ছেদে প্রেমিক অসহায় তার জীবনাকাশে,
আড়ে সবার যোগল নয়নাড়ালে,
বাদল শ্রাবনী ঝরে অনবরত অনীহার ঝঞ্ঝা ঘনায়।

৪৬
"মনভোমরা"
রাতের চাঁদ আঁধারে ঝল মল করে,
জুনিপোকা এবং তারার আলোতে নয়,
নব যৌবনে প্রেমে মজে হৃদয় একজনকে দেয়া হলে,
সে প্রেমে হাজার প্রেমের হয় জয়।
স্বার্তক প্রেমে একে একে দুই হয়ে সংসার সাজালে,
হে প্রেমের সাধক সংসারি তারে কয়।
প্রেমের তপস্যা করলে প্রভুকে পাওয়ার আরধনায়,
প্রেমিক প্রেমে মরে গেলেও জগতে স্মৃতি তার রয়।
সুখ বসন্তে যে কাননে ফুল ফুটে কলি থেকে,
সে বাগ কুঞ্জে সর্বদায়ই গুনগুনিয়ে মনভোমরা মাতাল হয়।

৪৭
"প্রেমের জয়"
তিনে তিনে ছয়, ছয় তিনে নয়;
বরষা ছলে গেলেও নদী চরে জলের দাগ রয়।
রেতী গিরি বিরানেও প্রভুর কৃপা রহমে
কোহেলিকায় প্লাব হয়।
স্মৃতি মুছেনা কভু ইতিহাসের পাতা থেকে,
হাজার বছর পরে অস্পষ্ট রেখা বলে প্রেমের জয়।
কল কল ছন্দে বিরহী মনের তানে,
ঝরনাও কথা কয়।

৪৮
"প্রেমের প্রতিদান চায়না"
দূরে চলে গেলেও প্রেমের জনকে ভুলিয়না,
মন গগনে দুঃখের কালো মেঘের ছায়া,
শোকের শণী চির দিন রয়না,
শুধু প্রেম করিলেই প্রেমিক হওয়া যায়না।
প্রেমের রিতি নিতি মানিতে হয়,
সীমানার দেয়াল ডিঙ্গাবেনা,
জেনে রেখে ভণ্ড প্রতারক প্রেমিকের পরিচয় কভু পায়না।
প্রেমো জনের হাত ছেড়ে অন্য জনের বিয়ের পিড়িতে বসিলেই
প্রেমের সমাধি হয়না।
প্রেম মনের ভাবশক্তি দেহ সাথে সম্পর্ক নেই তার,
আত্মার সাথে যোগ কল্পনাতে বসত বাস্তবে বিত্তিহীন,
প্রেমের বিশ্লেষণ নেই, প্রেম নিরাকার সর্বকালে অজানা,
তাইতো প্রেমিক কোন কালেই প্রেমের প্রতিদান চায়না।

৪৯
"প্রণয় গীতিকার হবেনা ইতি"
কবি আমি কালি কলম কাগজ আমার একা ক্ষণের বন্ধু সাথী।
তোমার বিচ্ছেদ ছন্দের প্রেরণা দেয় বিরহ মোর রাগিনী,

এহেন সততে সাগর জল কালি হলে দুভ্র আকাশ কাগজ,
আমিতো লিখতে থাকবো ক্লান্তি আসবেনা দেহে,
হাত মোর বিবশ হবেনা, থামবেনা রাগরসের গতি।
বয়াত রচনা স্বরলিপির সুচনায় জীবন মোর প্রান্ত হয়ে যাবে,
কিন্তু তোমার আমার প্রণয় গীতিকার হবেনা ইতি।

৫০
"একি সত্য?"

একি সত্য, হায় একি সত্য; হে মোর প্রিয়তমা?
তুমি সংসার সাজিয়েছ অন্য জনকে লয়ে,
আমাকে চিরতরে পর করে জীবনে এনেছ নতুনত্ব।
হে মোর প্রিয়তমা,
বলনি কেন মোরে পূর্বে তুমি যে পর হবে?
পরই যবে হবে তবে কেন,
ছলনাতে রেখেছিলে মোরে প্রতারনা করে অগত্য।
গৃহ মোর আঙ্গিনা রিক্ত আঁধার করে,
পরের জীবনাকাশ উজ্জল করিবে যবে
এহেনে কেন নিঃশেষ করিলে মোর অস্তিত্ব।
কি মোর অপরাধ?
প্রেমে মোর কিসের ছিল রিক্ততা?
কিছুতেইতো আমি করিনি ঈষত্ব,
তোমার জন্য জীবন এবং হৃদয় অষ্টপ্রহর ছিল উম্মুক্ত।
তবে কেন পর হলে?
আমার যৌবন এবং পরুষত্বে বুঝি মন তোমার ভরেনি?
না কি আমাতে এসেছিল বিতৃষ্ণনত্ব।
বলনা একবার এসবই মিথ্যা সবই শুধু শুধু বাতাসে গুজব,
শত প্রত্যশায় নব পুস্পে সাজনো বাসরে,
মোর মিলনের অপেক্ষায় তুমি প্রহর গুনছো,
আজো আমি তোমার কাছে চির কাঙ্খিত।
একি সত্য?

৫১
"তোমার আকাঙ্ক্ষী"
থাকতে দিবা মধ্যাকা'শে দিনমণি
বিদায় বলনা হে মোর সজনি।
এহেনে, সায়ংকাল ঘনিয়েছে সন্ধ্যারাকাশে গোধূলি,
মোর গৃহে যাবার সময় হয়েছে এখনি।
না না না বিদায় বলনা,
বলনা বিদায়, বিদায় বলনা গো সজনি।

আরো কিছু ক্ষণ, আরো কিছুটা পথ,
সাথে মোর চল, হাতে হাত রেখে;
নয়নে রেখে নয়ন হৃদয়ের ভাষা বুঝার চেষ্টা কর,
অনিহীত নয়নের স্বপনে প্রাণ দাও
মোর উদাস অপলক চাহনি।
হে মোর প্রেয়সি মন মোর পাতকি নয় তোমার আকাঙ্ক্ষী,
তুমি মোর আরাধনার প্রতিফল, হে চিকন বরনি।
কলঙ্ক রটাতে চাইনা,
তোমাকে আপনার করতে চাই,
বাহু বাঁধনে একটিবার বাঁধিয়া লও মোরে প্রেমের অধিকারে,
তব পরশে মন দাবানলে বরষন ঝরবে,
নয়নের শত স্বপ্ন হবে পূর্ণ,
প্রেমের বরণ হবে মরমে পুস্প সুবাসিত নির্জন এই বিপনি।

৫২
"মরমি দরদি"
তুমি চলে গেলে বিদায় নিয়ে,
দুঃখ জানাবো কা'রে, ব্যথাকাতর মোর পরান পাখি।
বানের জলে নদীর এ কুল ভাঙ্গে,
পলি বালিতে ওকুল গড়ে এইতো নদীর লীলা ওগো সখি।
মন নদীর কুল নাই জীবনে বালোকাবেলা,
স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় প্রিয়জনের সমান্তরালে,
আশা দুরাশা হলে উদাস হয় যোগল আখি।
আগুনের দহন সহন হয়,
বিজলির শিখা দাবানল জ্বালে,
বরষার জলে নিভে যায় অগ্নিগিরি,
মনের জ্বালা কেমনে নিভে এ কাহার কাছে শিখি।
সখি হে তুমি মোর মরমি দরদি তুমি মোর আপন পড়শি,
কাঙ্গাল আমি, ঠাঁই কোথাও নেই মোর;
সংসার সাজাতে তোমাকে আপন করে কোথায় রাখি?

৫৩
"অকালে ধ্বংস হইলাম"

যা করার ছিল আমার, আমিতো সবি করলাম
মন্দ কথা অপবাদ অবহেলা,
শুনে সহে, ঘৃনিত হয়েও সখির কাছে গিয়েছিলাম।
জানি আমি অপরাধী,
মনে মোর পাপ ছিলনা, দরদি হতে চেয়েছিলাম;
কিন্তু পাতকি হইলাম।

অপরাধ বরন করে নিজেকে হেনস্তের জন্য দায়ি করে,
ওর কাছে হাতজোড়ে ক্ষমা চাইলাম,
কিন্তু ক্ষমা পাইনি মনে শুধু ব্যথা পেলাম।
এহেন বিরূপতা কি আর প্রাণে সহ্য হয়?
ঘৃণিত হয়ে মরণ বরণ করলে পরপারে গেল নরকে যাব,
সর্বহারা হয়ে আজ আমি তা জানলাম।
যে আমাকে চাহেনা, আমার জন্য যার মনে প্রেম জাগেনা;
তাহার জন্য কেন জীবনামার ধ্বংস করব?
আমিও সবার মত মানুষ.
নয়নে স্বপন মনে মোর সাধ আছে দেহতে রতি,
স্বপ্ন সাধ পূর্ণ করিবারে সংসার আমাকেও সাজাতে হবে,
তাই বিয়ের পিড়িতে বসলাম।
কিন্তু ধরা সংসারে যে প্রেমিক মনের মূল্যায়ন নেই,
প্রেম করে আমি তা আজ জানলাম।
হেরে প্রেমে বিচ্ছেদ বিরহে,
জগতের আসল রূপ দেখলাম জগতবাসিকে চিনলাম।
কিন্তু হায় এ জানা এ দেখা অর্থহীন,
প্রেমতো আর করবনা এ জীবনে প্রেমিক সেজে কি পাইলাম?
শুধু ভালোবেসে আমি অভাগা অকালে ধ্বংস হইলাম।

৫৪
"ভাসিতে আমি ডুবিতে পারি"

কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে না পারি,
কিন্তু হাসিতে হাসিতে আমি কাঁদিতে পারি।
ডুবিতে পারি প্রেমের সাগরে মিলন মুক্তার সন্ধানে,
অনীহার ভারে ডুবে দেহ ভারি, বাসিতে না পারি,
জানি ঝিনুক হাতে লয়ে হতে পারিনি মুক্তার অধিকারি,
কিন্তু মরণকে মম ভালোবাসি,
ভবের সিন্ধুতে জীবন তরী বেয়ে,
ভাসিতে ভাসিতে আমি ডুবিতে পারি।
মানি অপারগ আমি কিন্তু কাউকে ব্যথা দিতে না পারি,
যার ফলে নিজেকে শুধু শুধু অকালে ধ্বংস করি।

৫৫
রাতের অন্ত প্রান্তের অনু দিবাতে মোর দোয়ারান্তে
তার পদ চিহ্ন হেরে দুনয়নে, মনে মনে শুধু ভাবি
কি করি? কি করি?
আজ তাকে বলবই, কিন্তু না পারি।
মোর দিবাকল্প ইতস্তের মাঝে হয়েছে সে
অজানা পথের পথিক বিরহি,
তারে বলি বলি করে বলিতে না'রি
মোর মনের গোপন কথাটি
আমি যে তারে ভালোবাসি জানারাগে দিয়েছে সীমান্ত পাড়ি।
হারালো সে অজানায় ফিরে কি আসিবে আর হায়
শূণ্য মোর জীবন কুঞ্জ হল গিরি?
যদি ফিরে, যদি পাই তারে আঙ্গিনার ধারে
তবে বলিবো হাত ধরি মোর সাথে হবে কি তুমি সংসারি?
কিন্তু হায় ফিরিলনা অভিমানে বিরহিনী
পাতকি সাজলো মোরে মিলনের কালে হল দেরি।

৫৬
"বিয়োগবিধুরি"
চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে বলতে চাই তারে,
আটকপালি আমি হৃদয় সঁপেছি চরণে তার,
প্রেমে মজে পাগল হয়েছি আমি তাহারি।
একটি বার যদি ফিরে,
পথ ভুলে, তবে তার পথ রুখে বলব;
তোমার জন্য হয়েছি চির দুঃখি,
ভালোবাসি তোমায় আমি,
আপনার করে রিক্ত কানন মোর করে দাও বাহারি।
হেলাতে হে উদাসি, স্বজনহারার বিরহে;
বধূ হে করনা মোরে জনমের বিয়োগবিধুরি।
কিন্তু হায় সেত না ফিরল, তার প্রতিক্ষায়;
মরণের সমন এল,
অনীহার বিরানে আশার সমাধি রচিল,
মনের কথা মনে বিলিন হল সাঁঝেরাকাশে সূর্য,
বাঁকা ছায়ায় জগত ঘিরিল মোর জীবন ভুবন হল আধারি।

৫৭
"চঞ্চরীরর বিরহে"

হাসে যবে আকাশে রাঙ্গা রবি প্রভাতে,
সক্কালে ধরণী সাজে যখন সোনিল কিরণে,
শিশির মুক্তা খসিত সপ্তবাহারি আঁচল শাড়িতে,
সে সততে ফুটে ফুল বাগান বিলাসে,
সারা দিন ঝুলে লীলাচঞ্চল দখিনা সমীরের দুলায়,
অলি পরশে হরষিত হয় কলি দিবশেতে।
কিন্তু হায়,
কুঞ্জে মোর হাসনুহানা সন্ধা মালতি গোলাপ পাপড়ি,

শোক প্রকাশ করে চঞ্চরীরর বিরহে,
মধ্য যামিতে ফুটে ঝড়ে পড়ে প্রাতে,
প্রণয়ের অভাবে মহানিশায় মাতাল হয় মন,
মৃদ মন্দ বাতাসের আঘাতে।

৫৮
"পলাশি"
পুহালে এই রজনি তমস্রি,
প্রভাতে পাব যে তোমার দেখা আমি,
ওগো মোর প্রিয়সি।
মরমিয়াগো হৃদিতি তোমার মিলন প্রতিক্ষায়,
একাক্ষণে প্রহর গুনছিলাম আমি,
তোমার বিরহে সজল হয়েছে যুগল আখি,
মিলন যবে হবে দুজনাতে,
বিচ্ছেদের অন্তে সব দুঃখের হবে সমাপন,
তাপ সন্তাপ হবে পরবাসী।
এই রজনি প্রভাত হলে তোমার দেখা পাব পাশে,
কিন্তু পুহায়না কেন এই অনন্ত নিশি?
পুলক শিহরনের উল্লাসে,
মন অবুঝ হয়েছে, শান্ত দেহে চঞ্চলতা এসেছে,
কাল সতত আমার জন্য সেজেছে পলাশি।

৫৯
"প্রিয়া হারালে"
প্রিয়া যখন থাকে আমার উরে,
বসন্ত এসে বিরাজ করে মোদের মাঝে।
প্রিয়া থাকলে মোর গৃহে,
মধুমাগম থাকবে জানি জীবনের প্রতি সাঁজে,
কিন্তু বিরহে প্রিয়া হারালে বিচ্ছেদে,
ভাবাবেগ হারাই আমি হৃদয়ে বিরহের লহরী বাজে।
প্রিয়া না থাকলে পাশে বসন্ত এসে কি করবে নিকুঞ্জে?
নূপুরের মধুর ঝংকারে মুখরিত হবেনা শূন্য গৃহ মোর,
কলি হাসবেনা অলি গুন গুনাবেনা মালী ব্যস্ত থাকবে কাজে।

৬০
"তোমার বিরহে"
হৃদি ওগো সখি তুমি না থাকলে,
মোর ছন্দ রাগে,
বসন্তের কোকিল এসে কি গাইবে বিরান বাগে?
শূন্য কাননে কলিকা ঝড়বে ঝর ঝর,
এহেন সততে এসে বসন্ত বল কি পাবে?
ধরণী জীবন ভুবন মোর ডেকে রেখেছে মেঘে।
তোমার বিরহে বসন্তে ফুল ফুটেনা,
কোকিল বিরহি সাজে পাপিয়া, সাধ নেই মোর আবেগে।

৬১
"আমি একেলা"
হারা তুমি ছাড়া গলে আমার ফুস্পমালা,
হয় যাতনা দায়ক কণ্ঠকজ্বালা।
মিলনে থাকলে তুমি পাশে হাতে হাত রেখে,
কাটার যন্ত্রনাও হয় আমার জন্য আনন্দদায়ক বরনমালা।
প্রিয়া ওগো তব ছায়া যদি না থাকে মোর চৌপাশে বিরাজ,
আঁধার নেমে আসে অকালে আমার জীবনে,
আন্ধি ঝঞ্চা রাহু সাজে দখিনা কালবৈশাখি,
বিদায় নেয় বাগ কানন থেকে বসন্তদুত প্রেমের পাখি,
শোকের হয় সুখের হাসি, অম্লান স্বপ্নে আসে অনিহা,
সবিতাকে ঘিরে রাখে অমা, শশী কাঁদে আঁধারে বিরহী হয় উজলা।
তোমার বিচ্ছেদে আজ আর কাল কাটেনা, আমি একেলা।

৬২
"অভিশাপ আমি"
আমার এই মাটির দেহে মন তুমি আশা,
মিলনের হাসি তেমাতে,
বিরহের কান্না যত বিরাজমান আমাতে,
উদাস চাহনি যুগল আখিতে আমার,
তুমি তাতে স্বপ্ন আমি বিরহি তুমি সুখের বিনদিনী,
শূন্য মোর হৃদয়ে তুমি প্রেমের চাঁদ জাগা রজনি,
হীমাদেশের গোলাপ আমার কাননে তুমি তাতে সুবাস,
বিরানের ঝরনা আমি, তুমি তাতে স্বচ্ছ শীতল জলের ধারা,
অভিশাপ আমি, সুখ প্রেমর জন্য তুমি আর্শীবাদ,
সাধ স্বপ্নের সূচনা তুমি, রিষ্টি আমি আননয়ন করি নৈরাশা।

৬৩
"আমার সাগরকান্তা"
ধূন মধুর রাগ সোহীনি ছন্দহীন গানে মোর ছন্দ তুমি হে বনিতা,
কবি আমি এক জনমের বিরহী, মিলনের ধ্যান তুমি মোর কবিতা।
বৈশাখের তপ্ত সূর্য মোর জীবনাকাশে মিলন কাঙ্খিত হৃদয় নদী,
পাতকি পথিক দিশা হারা তৃষ্ণার্থ আমি সম পাপিয়া হে মিতা।
বসন্তের চাঁদনি তুমি শীতল ঝরনা শাপমোচন আমার তরে পথের দিশা,
মিলনের চৌমোহনা তুমি আমার সাগরকান্তা।

৬৪
"জনমের পড়শি"
শ্রম ক্লান্তির দিবস আমি,
হরষ আরামের নিদ্রাসুখের তুমি নিশি।
রিক্ত বাসর আমি পুষ্প হীন,
পূরয়িতা তুমি পুষ্প মালা হাতে,
উদাস মালী আমি,
কলি তুমি মুখে তোমর মধুর হাসি।
ধু ধু মরুভুমি জীবন আমার,
তুমি ছাড়া পূর্ণ হবেনা কভু জানি,
হৃদয় হবে বালোকাবেলা,
প্লাব আসিবেনা তুমি যদি হও পর পুরবাসী।
হৃদয় নয়নে তোমর স্মৃতি ভাসবে জানি দিবশ নিশি,
মোর জীবন সাহিত্যের তুমি পাঁচালি,
বিরহের ঝড়ে নিবাবে প্রদিপ সূঁচিতে ডাকবে গৃহ হবে মোর তমশ্রী,
পাসরে মোরে তুমি যদি হও অন্যের ঘরনি হে মোর জনমের পড়শি।

৬৫
"হরষের কেকী"
তোমাকে ভালোবেসে যদি আমি অপরাধ করে থাকি,
তা হলে মানি আমি অপরাধি।
সাজা পেতে হবে আমায়, দেশান্তে যাব চলে
দুষিবনা তোমায় কভু শাপমোচন করবো একা আমি পাতকি।
তোমাকে ভালোবাসি আমি বাসিভালো তোমাকে,
তুমি মোর সাধনা আরাধনা তুমি মোর হরষের কেকী।

৬৬
"পঞ্চশরকে ঘৃণা করি"
ঘনাকর বাদলদিন বর্ষাকালে শিশিরকনা নীহার বিন্ধু,
প্লাব হয়ে বান ডাকে নদীতে।
মড়া গাঙের মিঠাজলকে হাতছানি দিয়ে ডাকে,
সাগরের নোনা জল ছুটে আসে উম্মাদ হয়ে,
বাঁধা সকল বিঘ্ন উপেক্ষা করে মিলিতে।
যৌবনে রতি উষ্ণ হয়ে কামরিপু সাজে মিলনের আশাতে,
প্রেম প্রবিত্র কিন্তু আশা পূর্ণ হতে চায় প্রেমের ছলনাতে।
কলঙ্ক রটে লোভের প্রলোভনে বদনাম হয় ধ্যান আরধনাতে,
মিলনান্তে রতির তপ্ততায় যখন শীতলতা আসে ক্লান্তিতে।
সংজ্ঞাহীনতায় চৈতন্য আসে হুঁশ দিশাহারাতে,
কিন্তু হায় ক্ষিণ হরষের পুলকতায় মূর্চনা আসে অনুতপ্তে,
যৌবনসম্পদ লুঠ হয়ে নিধুবনে পরিসমাপ্তি আসে প্রাণবন্তাতে।
নবীনের প্রেম এতো রোমাবিকারক,
কিন্তু সর্বনাশা কামরিপু সর্বনাশ ঘটায় কায়কল্পনাতে।
প্রেমকে সালাম জানাই প্রণাম করে প্রেম ধ্যান মোর সাধনতে,
কিন্তু নিধুবনের পঞ্চশরকে ঘৃণা করি আমি অবহেলায় প্রতি সততে।

৬৭
"বিশ্বাসে পাইমো জানি আল্লা'রে"
বিয়ের পিড়িতে বসে পরের ঘরে যাবে যে চলে পর করে আমারে,
এ আগে জানলে যাইতে দিতামনা দেশান্তরি হইতামা লইয়া তোরে।
সমাজ সংসার ছাইড়া চণের ঘর বানাইতাম তোর লাগি বলোচরে,
পিরিতে খাওয়ানা ভাত জানি মাওলায় খাওয়াইন সবাইরে।
আমার লাগি আমার মাওলা পানা নবিজ্বী আমার দয়ার সাগর দু'পাড়ে,
আল্লাহ নবির নাম লইয়া শরিয়ত পালন করতাম আমি কলিমা জপ করে,
ক্ষেতে কারো যাইতামনা হাল চাষ করিবারে,
গরু লাঙল ছাড়াই আমি ফসল ফলাইতাম প্রেমের তেপান্তরে।
তোই না বুঝলে মোই না জানলাম বিয়ের সানাই বাজলো চারিধারে,
সবাই খুশি সুখে হাসে মোই শুধু দুঃখে কান্দি, সব দুষের ভার মোর ঘাড়ে,
হাস সবে সুখে হাস আশীষ করি তোমরার লাগি দোয়া করে,
আমার লাগি হাশর বড় ঈমান মহাধন বিশ্বাসে পাইমো জানি আল্লা'রে।

৬৮
"ভাবাবেগের ভাষা"
যেমন মেঘ বেশী জমা হলে পয়োদ সঞ্চারে আকাশপথে,
তখন বৃষ্টি হয়ে অখিল'পরে ঝরে বাদলিতে।
তেমন বুকে যখন ব্যথা চাপাকান্না করে অতিরিক্ত জমায়েতে,
তখন আখি বেয়ে জল ঝরে ব্যথা'রথে,
উদাস নয়নের ভাবাবেগের ভাষা প্রকাশ পায় কবিতাতে।

৬৯
"সাধ জাগে আজ অন্তরে"
সেই কবে গেলে চলে হৃদয় মোর খালি করে,
কি ভুল ছিল জানিনা অপরাধ করেছি আমি তা মানিনা,
তবে কেন এলেনা?
ওগো মোর দয়িতা আলোকিত করিতে জীবনা'ধারে।
তুমি চলে গেলে অভিমান করে,
তোমার সাথে সুখের হাসি হারালো অকালে,
আমার সর্বাত্মক বিলিন হল অসারে।
প্রেম নিধুবনের সুখ হাসি রোমাঞ্চ,
সবই আমার অনুসরণ করল তোমারে।

তোমার প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছি একেলায় জ্বলে পোড়ে,
মিলনের বরষন সাথে করে,
বসন্তের পিকতান হয়ে কেন ফিরলেনা মিলতে নিরলে?
কাঁদালে কত মোরে শত ঝরনার জল আখি হতে ঝরালে,
নির্জনে শত রাত জাগালে উদাস তিমিরাধারে।
অপরাধ মেনেছি আজ পরাজয় বরণ করে,
আজো তোমায় আমি ভুলতে পারিনি ভুলে,
কি ভুল ছিল জানতে সাধ জাগে আজ অন্তরে।

৭০
"ক্ষমাহীন"
আমিতো অপরাধি, তুমি ছিলে ক্ষমারাধিকারি,
তবে কেন ফিরলেনা ভূবন জয়ি হাসি মুখে লয়ে,
ভুল যত অপরাধ মোর ক্ষমা করে?
ক্ষমা করনি তাই পরাজিত আজ আমি অপরাধি,
মুক্ত চিরস্বাধিন ধরাতলে জানি তুমি নিরপরাধি কিন্তু ক্ষমাহীন,
যার ছলে দুঃখিনী তুমি আজ বন্ধি অক্ষমার শ্রীঘরে।

৭১
"ভরাবাদলে"
চাইনি কভু এই জীবনে চির বিদায় বলতে,
কিন্তু অপারগতায় বলতে হল অকালে।
যার কারণে প্রেমের সমাধি হলো রিবহের তেপান্তেরে,
অপূর্ণ স্বপ্ন রয়ে গেল নয়নের আড়ালে।
আর সাধ!
হাঃ
হাঃ
হাঃ
সাধ, বিসাধ হল বিচ্ছেদ বিরহের দাবানলে।
প্রত্যাশা হল অনীহা পাষাণ পাথর গলিয়ে,
সুখের সংসার গড়া হলনা,
বনফুলে বাসর সাজানো দুজনাতে মিলে।
সুখের কতনা স্বপ্ন দেখেছিলাম দুজনে,
ইচ্ছা কাঙ্ক্ষা মিশেছে ধুলে,
সৈকত সেজে মরিচিকা এ পলে,
এই নিদারুন যন্ত্রনাদায়ক দিনে,
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো কি আসবে ফিরে সম ভরাবাদলে?

৭২
"বিদায় সখি বিদায়"
রাতের শেষে দিন আসে দিন যায়,
সুখ স্বপ্ন হারায় অজানায়।
সুখে মখুর হারিয়ে যাওয়া দিন কভু আসেনো ফিরে হায়,
বিরহের চাপাকান্না ভুলিয়ে হাসাতে আমায়।
আকাশের বুকে উড়ন্ত শালিকের মত মোরাও ছিলাম ধরায়,
সাথী হারা শালিকের মত আজ আমকেও ব্যথা কাঁদায়।
আকাশ শূন্য বরষন ঝরে নীরদ ছায়ায়,
অনিচ্ছাতেও বলতে হল তিলাঞ্জালীতে,
বিদায় সখি বিদায়,
জানি আপন হবেনা তুমি আর হেতায়।

৭৩
"এই বুঝি এলে তুমি"
ভাবনার ঘোরে পর্ণমোচনকে তব পদধ্বনি ভেবে চমকে উঠি আমি।
একাক্ষণে আপনার নিঃশ্বাসের ধ্বনিকে দোয়ারে কড়াঘাত ভেবে,
উঠে দাড়ালাম এই আশায়, হয়তো এলে,
না এলেনা তুমি।
দরজা খুলতেই শান্ত মোর গৃহে প্রবেশিল একটা ধমকা হাওয়া,
যা দুলালো পর্দাটাকে সাথে কাঁপন জাগালো ভীতু মনে,
উদাস নয়নে জানালা খুলে আকাশে তাকালে দৃশ্যমান হল,
আকাশে উড়ে যাওয়া দুটি রেশমি।
রাজপথ দিয়ে চলে যেতে যেতে আমার পানে তাকিয়ে হাসে,
মদলসা চিত্তাহারিনী চিকনবরনী যত পড়শি ভামী,
উপহাস থামাতে এলেনা তুমি।
আমার নয়নজল শূণ্যতলে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়ে ঝরে,
জলাশায় সাজায় মরুভূমি।
স্মৃতি তোমার উদাস করে কাঁদায় আমায় দিবশ যামি।
স্মরণামন্থরে কাছে পাবার আশা লয়ে চিতে,
রিক্ত পুস্পবাসরে প্রতিক্ষা করি বসে প্রতাশ্যায়,
এই বুঝি এলে তুমি?
না, তুমি এলেনা এল একটি ভিমরুল বিষমী।
নৈরাশায় সাধ জাগাতে তুমি না আর কভু আসবে,
ভিমরুল না হবে অলী এ আজ জানলাম একেলায় বসে আমি।

৭৪
"ছলনাময়ি"
মনের মাঝে মনের মানুষ,
বশত করে প্রেমে ঘর বেঁধে প্রেমময়ি।
প্রেমের মন্ত্রে মন বশ করে ঘুরায় জনারণ্যে পাগল করে ছলনাময়ি।
রূপ রস গুন সবই আছে রতিতে রথ সাজায়ে,

উড়ায় পবনে মন পলাশী।
মহা প্রেমিকের দেশে মিলনেরা’কাশে জ্বলে সাদা ঋক্ষশশী।
আমি অভাগা হারালাম সব দেখে নারী,
প্রেমের বানে মন ছেদ করে বিচ্ছেদে,
বিরহী সাজাল আমায় দেশে দেশান্তরী।

৭৫
“কবিরানী সাজাব”
হে পলাশী, তুমি যদি ভালোবাস আমকে,
তুমি যদি মনের রং, রাগ, ছন্দ ডারি দাও;
তবে হব আমি ক্ষেপাঁচালি,
লেখে রাখব স্মৃতির কালিতে নাম তোমার মম হৃদয় খাতার পাতায়।
তুমি যদি আপনার করে নাও আমায়,
মিলনের রাতের তম আকাশে হাসবে শশী,
তুমি যদি দোসর সাজ, হায়।
কালো মেঘ মিলনের হর্ষ ধ্বনিতে মুষলধারে ঝরবে বিরহের মরুমায়ায়।
তুমি যদি ভালোবাস আমায় কবিবর হব আমি,
কবিতার বাহারে সম বনফুলের সুবাসে কবিরানী সাজাব তোমায়।

৭৬
“পাতকি হব উভয়”
কুলকামিনী তুমি কামনার চিকনবরণী হেরে স্বপ্নীল আজ মোর অক্ষিদ্বয়,
যৌবনমত্তার মদ পান করতে চাই আমি রূপজেল্লা হেরে হয়েছি তন্ময়।
হে প্রেমময়ী, প্রেমের নৈর্সগে প্রেমে মজা পাপ হলে, পাতকি হব উভয়,
বিরহউৎকণ্ঠে কাতর আমি বিরহী মর্মব্যথার সাথী চাই পেলে বানাব মৃন্ময়।
মানসী ভালোবাসি তোমায় আমি বরন করতে চাই বাহুতে পেলে বিরহ করব জয়,
রূপশালী তুমি মনোমত সুন্দরীর জীবনসাথী হবরাশে মম হয়েছি জগন্ময়।

৭৭
“সবি হইলো দুরাশা”

সবি-সবি-সবি, সবি হইলো দুরাশা তারে পাইলমনা,
দূরে রইল ভুলিয়া মোরে নিধুবনে আইলনা কাছে।
ধ্যানে পাখি ডালে একটা বসে,
না জানি কখন উড়াল দেবে জনম করিয়া মিছে।
রঙ্গের খেলায় যৌবন কাটাইলাম উল্লাসে মেতে রইলাম বসে কেলিকুঞ্জে,
ইবদতি করতে গেলামনা কভূ মসজিদের ধারে কাছে।
সখি আজো শিখলামনা দরদিয়ার মধুমাখা নামখানা,
সইলো সই রইলাম বেঘুর,
ঘুরের মাঝে ঘুম আসেনা দু নয়নে,
বন্ধুয়ার বিচ্ছেদে অন্তর পোড়ে বিরহের আচে।
প্রেম করলাম না জানিয়া
যৌবন সপিলাম রুপ হেরিয়া তুব তারে পাইলমনা কাছে।
বুকের মাঝে মন আছে মনেতে আশা হায়রে সই সবি হইলো দুরাশা,
বুন্ধুয়ার অন্তরালে ঝরতে লাগিলো স্বপ্নকলি গাছ যায় মূর্ছে।
সবি-সবি-সবি, সবি হইলো দুরাশা তারে পাইলমনা,
দুরে রইলো ভুলে মোরে আইলনা কাছে।

৭৮
“মানব জীবন খেলা করে”
বন্ধুয়া আইলা নৌশা সাজিয়া কলিমা পড়তে সই সাজিলা বধূয়া।
বন ফুলে সাজাইলা বাসর ভোমর আইল গুন গুনাইয়া।
ভিমরুল ভল্লা হইলো পরবাসি,
মধুচোর আইলো কুঞ্জে কোকিলা গান গাইয়া,
বন্ধুয়া আইলা নৌশা সাজিয়া কলিমা পড়তে সই সাজিলা বধূয়া।
আকাশ জোড়ে সুখের শশী মুচকি হাসে দুঃখের নিশি ভোর করিয়া,
তারা দিনে যায়না দেখা রাতের বেলা হয় উজালা মেঘ যায় ভাসিয়া,
সখা আইলা নৌশা সাজিয়া কলিমা পড়তে সই সাজিলা বধূয়া।
জনমিয়া ভবে প্রথম এলে কাঁদে সবে হাসে শেষে প্রেম শিখিয়া,
মানব জীবন খেলা করে শিশু কিশুর যৌবন প্রবিনে,
চাঁদ হাসে চার বেশ ধরিয়া,
সখা আইলা নৌশা সাজিয়া কলিমা পড়তে সই সাজিলা বধূয়া।
মাসের শেষে চাঁদ বিলিন হয় নতুন মাসের আগমন বার্তা শুনিয়া,
শমন জাড়ি হলে পরপারের জীবন শুরু হয়িতে ভবের জীবন য়ায় ফুরাইয়া।
সখা আইলা নৌশা সাজিয়া কলিমা পড়তে সই সাজিলা বধূয়া।

৭৯
“হায় বিধাতা”
আমার মাঝে ছন্দের রাগ বাদ্যে বৈরী ভাব মোর সুরে মিত্রতা,
পাপিয়া হইয়াছে চাতকি, মস্তান সাজিয়াছে বৈরাগী হায় বিধাতা।
প্রণয় নেই আজ আর কিন্তু জগৎ প্রেমময় নিশা ঘুরে মিলনে ব্যর্থতা,
সজনী সেজেছে কেলিকুঞ্জের আর্কষন সুজন যাচে প্রেম অযথা।

৮০
“পরিচিত হলাম দুহে”
রুপের প্রেমে, কাম পাগেলা চাঁদ হেরেনা চাঁদনিরাতে,
আপনাতে প্রেমোল্লাসে মত্ত হইয়া কলঙ্ক রটায় চড়ে রতির রথে,

এমন প্রেমের প্রেমিক সাথে মন মজাইয়না যৌবনেতে।
নামের প্রেমে মন মজিয়ে রশিক সাজিয়া সর্বস্ব হারিয়েছে যে ধরাতে,
তার সনে নিধুবনে মন চায় বাসর জাগিতে,
মন মাতেলা চক্ষু উতলা তার সন্ধানে প্রাণ থাকেনা দেহেতে।
পথের দেখা পথের শেষে তাপক স্মৃতি হয়ে রহিল গেঁথে হৃদয়েতে,
অচেনারে জানিতে এসে পরিচিত হলাম দুহে নির্জন পথে,
চঞ্চল চরণ, থমকে সরণ ধমকায় পবন; ভয় জাগে মোর মনেতে।
বধূয়া আর্দ বন্ধুয়া অর্ধ শুভ পরিণয়নে পূর্ণাঙ্গ মিলনে উম্মতা দুজনাতে,
ষড়রিপুকে বাগিয়ে সাধনায় মহাজনের বিশ্বাস অর্জিত হয় যার আরতিতে,
এহেন জনের জন্য মরণ পরম বন্ধু, জীবন ছিল পান্থশালা ধরাতে।

৮১

"সজলী"

তিলাঞ্জলিতে প্রেমের নামে দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি,
সাধনায় পাতালের পাথর খোঁজে আপন তনুমনে,
নিজের ধ্যানে মত্ত আপন ধূনে ধ্যানি, শূণ্য হস্তাঞ্জলি।
প্রেমের আশায় নৈরাশ হয়ে, জীবনে দিয়ে জলাঞ্জলি,
খোঁজে পেয়েছি এক অবলা, যার নাম দিয়েছে সজলী।

৮২

"সাথীহীন সতত"

সখি হে, তোমায় ভালোবেসে আজ আমি আনন্দহীন,
প্রেমের বাহারে জগৎ সেজেছে রঙ্গের কেলিকুঞ্জ।
তুমি নেই পাশে মোর বাসর শূন্য,
বসন্ত বিরহময় পুষ্প ঝুলছে সকরুনে মাঝে কুঞ্জ।
ব্যথিত জীবন মোর আশা ক্লেশময় স্বপ্ন,
সাথীহীন সতত কাটতে চাহেনা কারাগার সম মোর সঞ্জ।

৮৩

"আমি শূন্য"

আমি জানি প্রেম কি, প্রেম একটি শব্দ মাত্র,
কিন্তু অর্থ ব্যাপক তার বিরাজমান বিশ্বজোড়ে।
নিরানন্দে কলম কালিতে কবিতা রচি আঁকি চিত্র,
আমি শূন্য, বাহুবধঁনে তুমি নেই গৃহ সংসারে।
এহেন যাতনা কেমনে সহিব প্রাণে দরদি নেই মিত্র,
স্বজন সাথে হাসে সবে ব্যথা জাগে চিতে ওদের সংবারে।

৮৪

"স্বপন হয়েছে মরু"

হতাশ আমি হতবাক, পথ বুঝি ভিন্ন হল না পথ চলা শুরু,
জানিনা বন্ধু বল তুমি, হুতাশায় বুক মোর করছে ধুরু ধুরু।
আকাশের চাঁদ অম্লান এখনো সূর্য ডুবেনি,
রাখাল মাঠে চাষি ক্ষেতে দীপ জ্বলেনি আঁধার গৃহে কারো।
তবে কেন অন্তিকে সমান্তরাল মোরা?
মিলনের আশায় কেঁদে নয়নের জল শুকিয়েছে আজ শতশাল হল,
তোমার বীরহে অনীহার দহনে স্বপন হয়েছে মরু।

৮৫

"বিরহী বিবাগী"

ভালোবেসেছিলাম আমি ভালোবাসা পাবার জন্য,
ভালো লেগেছিল তোমাকে নিয়ে সংসারী হবার জন্য,
ভেবেছিলাম নিরালায় বসে আমি ভাবি তোমার জন্য।
আমি প্রেমে মজেছিলাম প্রেমিক হবার লাগি,
মন দিয়েছিলাম মনের মানুষ হবার লাগি,
সজনী তোমার বিরহে হলাম বিরহী বিবাগী।

৮৬

চিকনবরনী ও সুন্দরী তোমার দাদী কি বলেলনি তোমায়,
যৌবনোদয়ে এমন করে হাঁটতে নেই নির্জন পথে একেলা।
ঘরে যেয়ে দেখিও আয়নাতে চেয়ে জগৎ সুন্দরী তুমি এক অবলা।
জ্বিন ভূত পাগল হয় মদালসা রূপ হেরে
জোয়ান মস্তান জঞ্জাল ঘটায় পথে ঘাঁটে কামাক্ষীদের বাহার,
বিনোদন চায়, পঞ্চশরে সবাই মনভুলা।
জগতের হাটে রূপের বেচাকেনা হয়,
মনের মূলে প্রেমের ছলে মিলে জ্বালা।
কামিনী, কামিনী, কামিনী, উদাসী আমি তুমি রূপে উজালা।

৮৭

"বাহুতে আস হে"

হৃদগ্রাহি যৌবনা হে মোর প্রেমের প্রতিমা,
বিচ্ছেদে বিরহী মম, প্রেমের ভূবনে অণীমা,
ত্যাপস আমি, তপস্যা প্রেম;
চিকনবরনী তুমি তরুনিমা,
জানি কায়কল্পে মিলনের সুরত মধুর নির্জন পূর্ণীমা।
চোখে চঞ্চলতা, মনে কামকলার কল্পনা; দেহ লঘিমা,
ধরনীতে যত, সবই তোমার কাছে হার মেনেছে চন্দ্রিমা।
মদলস্যা তুমি চিরকাম্য জানি নিধুবনে কালিমা,
বধূ সেজে মিলনার্থে বাহুতে আস হে মোর প্রিয়তমা।

৮৮

“বধূয়ার বিরহে”

পরানে শান্তি নাইগো মোর বধূয়ার বিরহে,
হাল চাষে মন লাগেনা, কাম যাচে;
বধুঁয়া ধনি মদালসা কামিনী।
বউ কথা কও ডাকে পাপিয়া,
বউ আমার বাপের বাড়ি,
কোকিল কাঁদে তাপি পাপিয়া উড়ে আকাশে,
বহুঁদূর মোর সজনি।
মুখে বলি সুখে আছি, মনে অশান্তি,
দেহে উম্মতা ডেউয়ে দুলে তরি,
বৈঠা হাতে বসে আছি,
আনিতে পারিনা তারে যদিও ঠিকানা জানি।

৮৯

“শাওন পল”

কেন শাওন নিয়ে এল বাদল?
নৈর্সগে বহিল ঢল আমার আখাতি জল,
কেন এল শাওন পল?
ঝর ঝর ঝরে,
দিবা নিশি আকাশ ভেঙ্গে শবনম,
রবি শিষে ঝল মল,
তৃন পত্র শিরে টল মল,
কেন এল শাওন পল?

৯০

“কেন এল”

কেন এল শাওন, কেন এল?
বিরহ তাপে শুকুয়িত নহর তড়ে,
মরু বিরান মৃগ তৃষ্ণায় কেন ঢল প্লাব বহাল,
কেন শাওন এল?
শৈলাতে পাথর সৃজে ধুলিতে ধারা হয়ে,
শত সালে গিরিতে প্রেমিক মন কয়েদ করেছিল।
কেন আকাশ ভেঙ্গে,
সেই মনকে পাথর শক্ত করে মুক্তি দিল?
সেতো তার আপন তাপে গিরি গর্ভে শ্রীঘরবাসে,
বেশ বিনোদনে, লীলাকানন ভেবে বসত করছিল;
তবে অশান্তির রাজ্যে মুক্ত করে দিতে,
কেন এল শাওন, কেন এল?

৯১

“প্রণয় রাখি”

বৃষ্টি ঝরছে, রুদ্র তপ্ত; রবি দেখে.
গা হল অলশ, ঘুম ঘুম লাগছে,
অতীত স্মৃতিতে স্বপ্নচারি হল মন মাতাল যুগল আখি।
এমনি এক শাওনের দিনরজনিতে,
সখি মোর হাতে বেঁধেছিল প্রণয় রাখি।

৯২

“কাঁদে চকোরী”

জাগ জাগ ফুল কুঁড়ি,
মধুমাগ এসেছে বাগে চঞ্চরী।
বিরহি নয়নে তাকিয়ে দেখ,
রাত জেগে চাঁদের পাশে যেতে,
আকাশ পানে তাকিয়ে কাঁদে চকোরী,
মিলন হয়না তাদের হায়,
আকাশ জলে নিভেনা অগ্নিগিরি।
প্রাতে ফুটে সাঁজে পবন দোলায় ঝরে কুঁড়ি,
সূর্য ডুবে শশী,
ক্ষণ গুনে রজনি অন্ত হয়ে যায় মাধুরী।

৯৩

“তাপক বারতা”

পলে পলে কোকিল বলে বলে,
বধূ নাকি মোর যাবে চলে।
তাপক বারতা শুনে,
বধূর কায়া ছায়া নয়নে না হেরে,
বুকে বিরহ’নল উঠিল জ্বলে।
নয়ন কোণে জল গোলাপ পরাগে,
কি হবে বধূ বিহনে মধুমাস বাগে এলে?
বধূ গেলে চলে, দেখা না পেলে;
বধূর সনে মিলন যুগল নয়নে না হলে,
কি ফল হবে বাগ মোর বাহারে সাজিলে?
মনতো মোর না বলে,
পলে পলে তবে কেন
কোকিল মোরে এ তাপক বারতা বলে?

৯৪

“আশার ডোর ছিড়িলে”

সময় বহে ধারা হয়ে, ছিলাম আছি বেঁচে,
জানিনা কাল থাকবো কিনা অখিলে?
আজ নেই পিয়ারি সাথে একদা ছিল আমার আশয়ে,
জানিনা আর প্রিয়ার দেখা পাব কিনা নিখিলে?
ডোরে গাঁথা মালা ছিন্ন হলে ভিন্নসুঁতায় যায় গাঁথা,
প্রেমের মালা যায়না গাঁথা দুবারা,
আশার ডোর ছিড়িলে।

৯৫

"সুখি করইন আল্লায়"

অপরুপা রুপা দেখাইয়া চ্যাংড়া মনে প্রেমরাগুন জ্বালাইছলায়।
বড় বইনের বিয়ার কালে মুচকি হাসিয়া স্বপ্ন দেখাইছলায়,
লন্ডন যাইবার আশা ছিল, তোমার লগে বাসর সাজাইবার,
ও তালইরঘরের বইন পিরিত করিয়া আশা না পুরাইলায়।
বিলাতি ভূতে ধরছে আমারে লন্ডনির চাচারঘরের ভাইনো আমি,
হাল চাষে মন লাগেনা, লাঙ্গল লাঠি ধরলে যে মান সম্মান যায়,
সক্কালে উঠিয়া বাজারে গিয়া চা না খাইলে বন্ধুরা খাউরি খায়।
যৌতোক চাইনা দেশী সুন্দরী, লন্ডন যাইবার মন চায়;
কাম কাজ ভালা লাগেনা আমার পকেট গরম হয়না পাউন্ড ছাড়া টাকায়,
তোমার লাগি পরাণ কান্দে তুমি কিলা আমারে নৈরাশ করিবায়।
রং দেখিয়া মানুষ খোঁজিরায়, আমারে জানি চোখে লাগতনায়,
তোমার লাগি আশায় আছি গরিব জাইনা নৈরাশ করিলে,
আমার আশা এক দিন পুরাইবানে আশা পুরাওরায়।
পারিনা কোনতা জানি আমি দেখতে কিন্তু মানুষ কম সুন্দর নায়,
হাওরের ধান বানে নিছিল হুনিয়া আমরার বায় না চাইলায়,
ধনি দেখিয়া চাচরঘরের ভাইর কাছে বড় বইন বিয়া দিছলায়।
মন ভাঙ্গিয়া বিয়া বইলে বইনের মত পায়রায় ঠের পাইবায়,
টাকা পয়সায় সুখ দেয়না ও তালইরঘরের বইন সুখি করইন আল্লায়,
আমার লগে বিয়া বইলে সুখে রাখমু, ভাত সালন রান্ধা লাগতনায়।

৯৬

"ক্ষমা করে দেবে"

তুমি ছাড়া আমার মনের কথা,
আর কারে বলব?
তুমি ছাড়া আমার আর কেইবা আছে বলতো।
তোমার সেবায় জীবন আমার স্বার্থক হোক,
এ আমার চির কালের বাসনা জান তো।
দুজনে যে স্বপ্ন দেখেছি,
সুখের সংসার পেতে বাসর সাজাতে, সাজিবেতো?
যদি তোমার এই স্বপ্ন বাস্তব না হয়,
তবে আমাকে ক্ষমা করে দেবে,
কেমন প্রিয়তম, করিবেতো।

৯৭

"মনে দুরাশা"

বার বার নৈরাশ হয়েছি, আশা নেই মনে দুরাশা,
আজ আমার মন কাঁদতে চাইছে,
হে মেঘ তুমি আকাশ ভেঙ্গে বর্ষ।
আশা ভাঙ্গার বেদনা মনে নেই আর আশা,
আজ আমার মন বিমনা হতে চাইছে,
হে বীণা তুমি করুণ সুরে বাজ।
কত আশা ছিল মনে এখন শুধু হতাশা তাই সব ভুলে
আজ আমার মন তুলা হয়ে বাতাসে ভাসতে চাইছে,
হে ঘূর্ণি তুমি ঈশান কোণ থেকে ধেয়ে আস।
আজ আমার মন কাঁদতে চাইছে,
হে মেঘ তুমি আকাশ ভেঙ্গে বর্ষ।

৯৮

"মানসী"

প্রথম যেদিন দেখেছিলাম তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম,
আমি তোমাকে ভালোবাসি,
বলতে পারিনি, মনের কথা মনের মাঝে হারিয়েছিল;
জেনে হয়েছিলাম উদাসী।
রূপ তোমার মুখের হাসি দেখে,
মন মিনতি করে বলেছিল ডাকতে তোমায় সুহাসি।
ডাক নাম ধরে ডাকতে পারিনি,
আমি বিরহে ডুবে তোমার নাম রেখেছি মানসী।

৯৯

"শ্রাবণের আকাশে"

নয়নে জল আমার মনে আশঙ্কা, আকাশজলে স্বপ্নাশা যাবে ভেসে,
প্রিয়জনের বিরহে কেঁদে সজল আমি আজো বসে আছি আশে।
বিমনা হয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে দেখি সুর্যকে দেখে চাঁদ হাসে,
আমার মনের কথা শুনে শ্রবণা খিলখিল করে শ্রাবণের আকাশে।

১০০

ভালবেসে বিবাগী হয়ে আমি পথ ভুলে পথিক হয়েছি,
তোমাকে দেখতে চাই,
তাই চেনা পথে পথ হারিয়ে তোমার দুয়ারে এসেছি।
সজনী, তোমাকে ভালবাসি; দোহাই নৈরাশ করনা,
দু হাত প্রসারিত করে আমাকে বরণ কর,
শত আশায় সুখের বাসর বানিয়েছি।
জানি তুমি আপন হবেনা,
জানি তুমি আমাকে আপন করবেনা,
জানি তুমি ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাবে,
জানি তুমি আমাকে চিনতেও চাইবেনা,
তাই আমি স্বপ্নকে বিরহনলে পুড়িয়ে উদাস হয়েছি,
মিলনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি।
জানি তুমি আপন হবেনা,
আমি জেনেগেছি তুমি আর আপনা হবেনা,
আপন হবেনা তুমি আমাকে আপনা করবনে,
জানি তুমি আমি জেনে গেছি,
আমি জেনে গেছি তুমি ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেছ,
জানি তুমি আমাকে চিনতেও চাওনি,
তাই আমি স্বপ্নকে বিরহনলে পুড়িয়ে উদাস হয়েছি।
ভালোবেসে বিবাগী হয়ে আমি পথ ভুলে ভুলে পথিক হয়েছি।